দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫· বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশের মানুষের মনমনন ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নের স্তর, বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক চাহিদা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা ইত্যাদির ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কারিকুলাম তৈরী করতে হবে।

৬· কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, কম্যুনিকেশন, জিনেটিক্স, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নতুন অথচ প্রবল বিষয়সমূহকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে।

৭· অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারটিকে যথাযোগ্য গুরুত্বের সংগে বহাল রাখতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারেও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৮· বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন আদৌ সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা সমীচীন হবে কিনা; সমীচীন হলে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতা ও মাত্রা কতটুকু হবে তাও গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করতে হবে।

৯· সেশন জট, ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, ক্যাম্পাস সন্ত্রাস, ছাত্রদের অস্ত্রবাজি, মান ও পদ্ধতিহীন নামসর্বস্ব তথাকথিত কিণ্ডারগার্টেন বা প্রিক্যাডেট স্কুলসমূহের মাশরুম উদ্ভব, নোট বই ও গাইড বইয়ের দৌরাত্ম, প্রাইভেট টিউশনীর তাণ্ডব, পরীক্ষার দুর্নীতি ইত্যাদির ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০· ধর্মীয় নৈতিক অনুশাসন ব্যতিরেকে সমাজকে বর্তমান নৈরাজ্য, মূল্যবোধহীনতা, কুরুচিপূর্ণতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা আদৌ সম্ভবপর নয়, এই সত্য আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিধায় ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক নৈতিকতাকেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

।। দুই ।।

কুদরত-ই-খুদা কমিশনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা। সদস্য ছিলেন ১৮ জন। মূল কমিটি ছাড়াও ৩০টি অনুধ্যান কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং ফলে আরও ৪শ' জন সদস্য এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছিলেন।

কমিশন একটি প্রশ্নমালা তৈরী করেছিল এবং তা ৯৫৫১ জন ব্যক্তি [শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, ছাত্র, এমপি প্রমুখ]র নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু জবাব দিয়েছিলেন মাত্র ২৮৬৯ জন। বাদবাকীরা কোন উত্তরই দেননি।

কমিশনের রিপোর্টে মোট ৩৬টি অধ্যায় রয়েছে এবং পরিশিষ্ট রয়েছে ৮টি। নিম্নে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্যসমূহ কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য ব্যতিরেকেই বিবেচনার জন্য উধৃত করা হলো ঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

-শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ারে পরিণত করা।

-সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো।

-বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার।

-শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ জাগ্রতকরণ।

-জাতীয় ও সামাজিক চেতনার বিকাশ।

-গোষ্ঠী চেতনার উর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিতকরণ।

-সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক শর্তরূপে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকত্ববোধ ও অধিকারবোধের সংগে দায়িত্বসমূহ জাগ্রতকরণ।

-গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ জাগ্রতকরণ।

-রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সংগে সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থাকরণ।

-ছাত্র, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবোধ গড়ে তোলা।

-শোষণ জর্জরিত সমাজের দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষকদের বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী, আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভংগি গড়ে তোলা।

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

-অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি।

-প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সংগে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন।

-সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন

-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ, নিরপেক্ষতা, কর্তব্যজ্ঞান, সুশৃংখল আচরণ ও দেশ সেবার গুণ সৃষ্টি।

-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ জাগ্রতকরণ। এই লক্ষ্যে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচীতে এ ধরনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ।

-চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন।

-কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও প্রশংসাবোধ জাগ্রতকরণ।

-শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ জাগ্রতকরণ।

শিক্ষার মাধ্যম

-সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা।

-বাংলায় বই পুস্তক প্রণয়ন ও অনুবাদ করতে হবে।

-ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে।

শিশু শিক্ষা

-৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য 'শিশু ভবন', 'শিশু উদ্যান' ইত্যাদি নামে বিভিন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

-শিশু শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

-প্রাথমিক শিক্ষা হবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

-এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করতে হবে।

-নৈশ স্কুল স্থাপন করতে হবে।

-প্রাথমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই মৌলিক পাঠ্যসূচীভিত্তিক অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এই কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

-তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে "প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী" ও "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড" স্থাপন করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

-মাধ্যমিক শিক্ষা হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

-মাধ্যমিক স্তর হবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক স্তর এবং স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব।

-তাই, নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা হবে দ্বিধাবিভক্ত ঃ ১. তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও ২. চার বছর মেয়াদী সাধারণ শিক্ষা। উভয় ধারায় কতিপয় আবশ্যক বিষয় থাকবে। প্রথম ধারাটি প্রান্তিক ধারা বলে বিবেচিত হবে।

-প্রান্তিক/বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্তদের সকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(চলবে)